সামগীত দুঃসময়ের
আফজাল চৌধুরী

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সামগীত দুঃসময়ের
আফজাল চৌধুরী

প্রকাশক
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক
বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
বাসাপপ্র-৩৪
প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন- ১৩৯৮
অক্টোবর-১৯৯১

প্রচ্ছদ
হামিদুল ইসলাম

মুদ্রক
জিন্নাত প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

মূল্য ঃ
পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র

Shamgith Dushomayar
By: Afzal Choudhory
Published by
Abdul Mannan Talib
Director
Bangla Shahitta Parishad
171, Bara Maghbazar, Dhaka-1217
Published on
October-1991
Price:
Tk. 35.00

www.pathagar.com

উৎসর্গ
আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল
কবি কাজী নজরুল ইসলাম
কবি ফররুখ আহমদ

www.pathagar.com

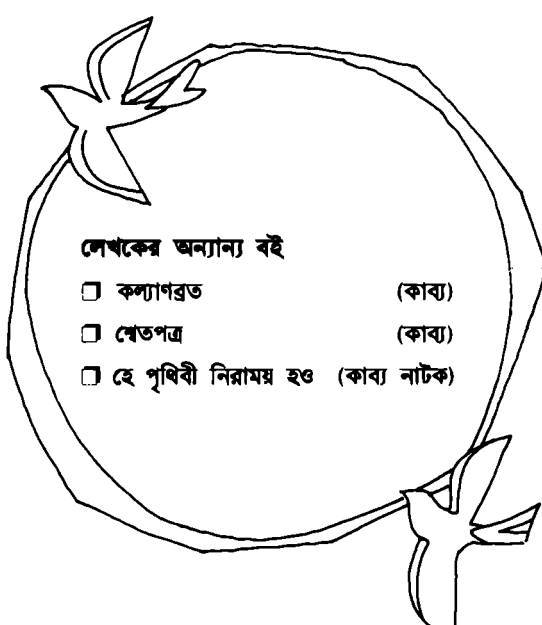

লেখকের অন্যান্য বই

- ❒ কল্যাণব্রত (কাব্য)
- ❒ শ্বেতপত্র (কাব্য)
- ❒ হে পৃথিবী নিরাময় হও (কাব্য নাটক)

www.pathagar.com

EDITOR
The Daily Sangram
Dhaka, Bangladesh.

সূচীপত্র

৯– ইন্দ্রিয়ন
১০– অতীন্দ্রিয়ন
১৫–যাযাবর
১৬– প্রান্তিক দুর্গে যুদ্ধ
১৭– অবশ্যাম্ভাবী
১৮– হে মহাকাল
১৯–দশকেরা
২০– শিল্পতত্ত্ব
২১–শুদ্ধস্বর
২২– দাও পরকাল
২৪– সন্ধি
২৫– পরলোক
২৬– হে নৈঃশব্দ
২৭– নাস্তিক
২৮– দৃপ্ত শরীয়াৎ
২৯– আস্তিক
৩০– রুদ্ধস্বর
বিরুদ্ধ স্বর –৩১
জ্ঞানমার্গ –৩২
পুষ্পপেশাদারের উক্তি –৩৩
সসীম সংলাপ –৩৪
দাসতন্ত্র –৩৫
পূজা –৩৬
আলোকবর্ত্তা –৩৭
সহজিয়া –৩৮
ঘরামি –৩৯
নাজাত –৪০
ঐকতান্ত্রিক –৪৯
মীমাংসা –৪২
তথাস্তু –৪৪
কথা– ৪৫
অঙ্কুরায়ন –৪৬
ভাববাদী স্রোত্র –৪৮
সামগীত দুঃসময়ের –৫১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইন্দ্রিয়ন

কতো দিন বাকি আর
এই সব রাজ্যপাট ভেঙে টুটে গুঁড়িয়ে যাবার?

এখন সময় কতো
আর এই ঘোর কুয়াশায়
এই দিন হয় না যে অস্তাচলগত?
কোন সে কর্মের যোগে কোন দুরাশায়
আমাদের এইখানে আসা
দুঃসময় বেছে নিয়ে এই ঝাঁপ, এই উত্তমাশা
অন্তরীপে
কিংবা বদ্বীপে
বলি কোন ইন্দ্রিয়ন?

ধ্যানের রশ্মিতে ফের কাঁপে দু'নয়ন
জ্ঞানে ও মননে হয় সুচারু বয়ন, বেশ

এ কোন আলোকডাঙা এ কোন এ্যাটলাস
এ কার বাণিজ্যভার, এ কার মীরাস?
এ কোন বন্দরে এতো বিহ্বল বণিক আর আমি
আর তুমি
আর এই লুপ্তি ও বিনাশ?

www.pathagar.com

অতীন্দ্রিয়ন

তাকিয়ে রয়েছি এই শহরের কম্পমান সন্ধ্যার আঁধারে
মুয়ায্‌যিন আযান দিচ্ছেন,
বিস্ময় চিহ্নের মতো মিনারে দাঁড়িয়ে
যেন
আলপিনবিদ্ধ ওই ম্লান দূরাকাশে

অলৌকিক মাইক্রোফোনে
কিংবা এক মূর্তিমান ঐশী ভায়োলিনে
এ আযান ব্যাপ্তিমান হতেই গগনে

গমকে গমকে যেন আগ্নেয় আসমানে ওঠে তান
অশরীরী জগতের মীড়ে মীড়ে বইয়ে দেয় সুরের তুফান?

ফুলিঙ্গের ডানা মেলা গতিশীল সজীব উল্কারা
উজ্জ্বল দিগন্ত হবে স্কাইস্ক্রেপার ম্যানশন মাড়িয়ে
সারি সারি রেখা টানে মাথার ওপর
তারকার
অপার্থিব গতিপথে ঝাঁকে ঝাঁকে ছোঁড়ে কী ইশারা?

আর ওরা কারা
সুনীল পায়রাতেই রূপান্তর নিয়ে হয় পাখি?

আচম্বিতে ঋজুপথ, বাঁকাপথ সচকিত করে
জটিল ট্রাফিকজ্যামে তাতা-থৈ-থৈ নাচে দেখি
মুর্দার মিছিল সহ শবাধার অচল হতেই
হাঁকায় পুলিশদের অদৃশ্য হুইসেল ফুঁকে, একি
মুহ্যমান শোকে দুঃখে, হতাশ বিব্রত ম্লান মুখে
জনতা আটক যেইখানে, মুহূর্তেই

www.pathagar.com

ঝুঁকে
গতিশীল করে শবাধার
গতি আনে জাড্যে জনতার
হর্ণে হর্ণে ঐক্যতান
এক্সিলেটরে পদপাত
আর
ইট-কাঠ-পাথরের যুক্ত সংগঠনে গর্জে ওঠে প্রচণ্ড প্রপাত

আবার আবার
নীলাকাশে ব্যাপ্ত করে তীব্র তোলপাড়

চতুর্থ মাত্রায় সারা টাইম-স্পেস করে একাকার

ঝাঁকে ঝাঁকে
আযানের অন্তরাল হতে ওরা কারা?
অদৃশ্য শক্তির মতো সুদৃশ্য উল্কারা
মিশে যায়, যায়
অন্ধকার জলে ও ডাঙায়

জ্বলে আলো ঠিক সে সময়েই
ফ্লুরোসেন্ট এ্যভিনিউ ছেড়ে অলখেই
অন্ধকার পাশে হটে যায়
ফোয়ারার ধার ঘেঁষে
আইল্যাণ্ডে
ভিখারি ফকুর অগোচরে
মলত্যাগ করে
জানাজার নামাজীরা মৌন মুখ অনন্তে ফিরিয়ে
নামেন রাস্তায়
দোকানি ও ফেরিওয়ালা নিজ নিজ বাণিজ্যকে ট্যাঁকে গোঁজে, ব্যস্
সান্ধ্য আইন ঘনায় ঘনায়

www.pathagar.com

গৃহস্থের দরোজায় উজায় সন্ত্রাস
বাসি ফুলদানিতেই
ফুল সাজাবার কিছু কাজ
চলে নিরুপায়
অনিষ্ট কুলায় হয় চালঝাড়া, হয় চাষবাস
সারাদেশে
অনাবাদিতায় আর জলাবদ্ধতায়

নির্জন শহরে এই মাস, বার মাস
সারা রাত
ঘাপটি মেরে চোরাপথে পার হয়ে যায়

হায়রে কপাল
একি, একি।
সুপারসনিক জেট দুমড়ে ফেলে নভোতল দেখি
আর
শব্দের প্রলয়ে কাঁপে রুগ্ন সমকাল
ভয়ঙ্কর শব্দ-তোপে আকর্ণ লাঞ্ছিত হয়ে যেন
সহসা প্রবল রূপে ত্রিসংসার বিচ্যুত জগতে
শংখের ভেতরগত সমুদ্রের ধ্বনি শুনছি কেন
তুহিন নাস্তির স্পর্শ স্নায়ু ও মজ্জায়
কুণ্ডলি পাকিয়ে ওঠা বধিরতা, ব্যস্
নেই আর চারপাশে বস্তুর গোগ্রাস
শব্দহীন ত্রিভুবনে যেন
গাড়ি-বাড়ি-বিপনী ও নাগরদোলার ঘূর্ণয়ন
নেই
নেই কোনো অগ্নিভয়, যুদ্ধভয়, অশান্তি-অসুখ

বিদ্ধ এক অমিতাভ সূচ
মর্মতলে যেন

www.pathagar.com

সহসা যেমন জ্বলে কখনো বা তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ
তেমনি ফলিত বুকে অপার ঈপ্সার মতো ভিন্ন এক সুখ

আর আমি
এই এক 'চৌধুরী' নামক
যে অখ্যাত ও অস্ফুট লোক
কর্মক্ষেত্র–বাসগৃহের সহজ জগতে
মুসাফির আসা–যাওয়া পথে
আচমকা রূপান্তরে হই যেন অধম প্রবাল
লুপ্তপ্রায় লেগুনের দেহপিষ্ট খামিরের তাল
এই আমি ঠিক
আত্মপরিচয়হীন, নৈর্ব্যক্তিক
সমুদ্রের তলানিতে জীবাশ্ম–শ্রমিক

এরই নাম হতে পারে মরণ হয়–তো
নইলে মরণাতীত প্রশ্নে বৈ–তো
অপার্থিব জিজ্ঞাসার জটিল দ্বৈত
সহজে তো খুলতো না কেউ

শুধু আত্মপরিচয় কী করে যে হতে পারে গ্রহান্তরে
এ কথা বলার নেই কেউ

কে বা আমি বর্ণ আর গন্ধের জগতে
আপেক্ষিক এই পৃথিবীতে
যেখানে জানে নি কেউ কোথা হতে কোথা আসা হলো
ঔরসের বীজাংকুর মাতৃদোরে কেন রাখা হলো
কেন বা সে অন্ধকারে, নির্জ্ঞানের অতল বিন্দুতে
দণ্ড ও পলের ক্রমায়ুতে
ফলে এই দেহতত্ত্ব রূপ?
এই দেহ কেনই বা সঘন সফেন রূপময়
কে হায় বলতে পারে, কেন অস্ত কেন বা উদয়
বিশাল এ–কায়েনাতে আমি কার সদিচ্ছার বিশদ স্বরূপ?

www.pathagar.com

এই শেষ প্রশ্নে যদি নিরুত্তর রাত্রিপাত হয়,
রূঢ় বেনামিতে যদি আত্মপরিচয়হীন এই পরাজয়
আজই হয়
আদিগন্ত অনস্তিত্বে অন্ধকার এই লোকে
জেগে আছি তাই
সারা রাত সারাক্ষণ চাই, চাই, চাই
চাই
সূর্যোদয়।

www.pathagar.com

যাযাবর

বুঝি না কোথায় এসে ফেলেছি এ-অকাল নোঙর!
আমার প্রাণের বৃন্তে কে ফোটায় নক্ষত্রের ফুল?
এতো দিন নিজেই কী-নির্বিরোধ সততায় ঘর
বারবার ভেঙে যাওয়া সত্ত্বেও তো করেছি এ-ভুল
পুনরায় গড়বো বলে
আরব্ধ এ কাজ হলে পর
ভেবেছি নিশ্চিত হবে যাবতীয় অপ্রাপ্য উসুল।
আমার গ্লানি ও দুঃখ কিছুই দুর্ভোগে অতঃপর
নিজেকে মারবে না আর
হবো এক ঐশী দুলদুল।

অথচ এখন আমি দাঁড়ালাম যেই মুখোমুখি
দেখি কি দৃষ্টির ঊর্ধে সীমাহীন বিশাল চাদর
কাফনের মত যেন আমার বিলুপ্তি বরাবর
প্রদোষের রঙ মাখা
দেখি হায় কতোই অসুখী
স্বভাবে গেরস্থ হয়ে তবু এক বদ্দু-যাযাবর
এই আমি
কোন রূপ ঘরানার পাই নি সুখবর!

www.pathagar.com

প্রান্তিক দূর্গে যুদ্ধ

কি-রূপ নিঃসঙ্গ আজ মনে হয় নিজেকে এ-পার্থিব প্রবাসে
চারপাশে এত ভীড়, ত্রস্ত-চাপ, বিরতি বিহীন কর্মযোগে
কোথায় আমার নিজ স্থায়ী কক্ষ, কোথায় সে অন্তিম শয়ান?
কী আমার পরিণতি, বিজয়ী না শহীদের রক্তাপ্লুত লাশে-
যাত্রাশেষ? -জানি না তা। বুঝি না এ ভঙ্গুর দেহটি চিররোগে
ক্ষয়ে যাবে, নাকি হবে জনারণ্যে সমাদৃত নন্দিত প্রয়াণ?
কি-হবে, কি-হবে ওহে ভবিতব্য, বলে দাও কোন্ যোগাযোগে
আমার শুরু ও শেষ, কোথায় কোথায় মুক্তি, কোন্ বিনিয়োগে?

হে সত্য, তোমার রূপ এখনও প্রচ্ছন্ন এই জীবন বিন্যাসে
হে জীবন, পারি নি তো তোমার দারুণ ক্ষতে যথাযোগ্য ত্রাণ
সস্নেহে বিছিয়ে দিতে। সূর্যোদয় লক্ষ্য বটে এই সন্ধ্যাকাশে।
এখনও প্রান্তিক দূর্গে যুদ্ধ চলছে; কুরবান হয়েছে এই জান
এইটুকু বলতে পারি- জীবন ব্যয়িত নয় কেবল সম্ভোগে
কেবল কৈবল্য যপে অঙ্ক-কষাকষি নয় যোগে ও বিয়োগে।

www.pathagar.com

অবশ্যম্ভাবী

মধুর তল্লাসে ফেরা কৃশ এক দুরারোগ্য কবি
ততোধিক রোগা আর অনুর্বর মৌচাকটি ঘিরে
সারাদিনমান শুধু গুণগুণ রিক্ত পদাবলী
সুরে ও বেসুরে গেয়ে, কষি তিক্ত জগতের ছবি
প্রবঞ্চনা কুরে খায় দৃশ্যমান যে জীবনটিরে
হয়ে তারই গ্লানি আর নিঃস্বতার নিঃসহায় বলি।

এক শতকেই দু'টি মহাযুদ্ধে সর্বনাশ যার
(গর্দানে রেখেছে খড়্গ তৃতীয়টি অবশ্যম্ভাবী)
আমি সেই শতাব্দীর ত্রিনয়নে গান-গাওয়া কবি
রাজ্য নেই, আভিজাত্য নেই, অন্য কিছু নেই আর
কখনও তো সূর্যোদয়ে সাতরঙে রূপবান রবি
আঁকেনি জীবনময় ভুবনমোহন কোন ছবি।

চোখেও অবাক কিছু নেই তাই, কণ্ঠেও নতুন কিছু নেই
তুষ্ট, তুষ্ট আমি, তুষ্ট শতাব্দীর মোহ-মোচনেই।

www.pathagar.com

হে মহাকাল

দিয়েছো কলম আর তোমার সান্নিধ্যের যে-উষ্ণতাটুকু
একখানা ছবি আমি রেখে যেতে পারবো হয়তো বা
যেখানে তোমার মুখ, তোমার কীর্তির
গভীর আর্তিটুকু ফুটবে, মহাকাল

আমি তো চাইনি যেতে প্রবাসের উজ্জ্বল জৌলুশে
অর্থকরী নিঃসঙ্গতায়

চেয়েছি, চেয়েছি এই কুটিরেই কোনোমতে রাতটা কাটিয়ে
হুড়কা খোলার শব্দ শুনতে শুনতেই
ঘুলঘুলির ফাঁকে
ঘুমভাঙা
এক টুকরা রোদ হয়ে যাবো একদিন

অথবা গুমোটময় ঘরের ভেতর সহসাই
বৃষ্টিভেজা এক বুক বাতাসের মতো
হুড়মুড়
ঢুকে পড়বো, অজান্তে সবার

আর
ভাবছিলাম দেখে যাবো শেষ হয় কি-না,
আলগোছে
অন্তর্বিপ্লবে ভাঙা সাঁকোটি মেরামতের দৃশ্যটুকু হে

হেমন্তের খানাখন্দে উলঙ্গ চাষার মত বে-পানাহ্
মুখ থুবড়ে পড়ে আছি হায়

খামার বাড়ি ও খলা, উঠানে, বাথানে ফের ধান তুলবো কিনা
বলে দাও, বলে দাও
হে মহাকাল!

www.pathagar.com

দশকেরা

রাত্রিটির স্বেদ-কণা হেসে ওঠে ঝলমল ভোরের শিশিরে
আশ্চর্য উদাস তবু মেঘলায় সেই দিন আলোর ধাঁধাঁয়
আলোর ফেরেশতারা মৃদু হেসে মেলে দেন শান্ত দিনটিরে
অস্তরাগে ভাঁজে ভাঁজে আবার গুটান দেখি অচল সন্ধ্যায়
শব্দসহ ডানা মেলে যে পাখিরা মিশে যায় আসন্ন তিমিরে
সচিত্র পালক কিছু ঝরে পড়ে শিহরিত তাদের ডানার
শতাব্দীর ব্যবহারে পাখি হয়ে দশকেরা যখন হারায়
আমিও কুড়াই শুধু ঝরাপালকের যতো কারুকাজ তার।

www.pathagar.com

শিল্পতত্ত্ব

আনন্দ হাতের তালি বাজায় যখন জলে-স্থলে
আনন্দ ধ্বনিত হয় বাতাসের সপ্রাণ হিল্লোলে
আনন্দ গলিত হয় ব্যাধিগ্রস্থ জরায়নে আজ
আনন্দ সামান্য হয় অসামান্য প্রয়াসের ফলে
আনন্দ আনন্দ আনে নিরানন্দ কবির কপোলে
আনন্দ নিরাভরণ তৃণে তৃণে পরায় কি সাজ
আনন্দ কখনো যদি আত্মঘাতী হয় ফাঁস ঝুলে
আনন্দ না বেদনায় গায় গান শাশ্বত সমাজ?

বেদনা ব্যাপৃত হয় চরাচরে ফালি ফালি রোদে
বেদনা রক্তের সাথে কালো হয় সমস্ত বিরোধে
বেদনা নদীর রূপে জনপদ ভাসায় বন্যায়
বেদনা ভ্রূণের রূপে কুমারীকে ফাঁসিয়ে প্রমোদে
বেদনা প্রসব করে উভয়ের সীমাহীন দায়
বেদনা শিল্পিত করে জীবনের ন্যায় ও অন্যায়।

www.pathagar.com

শুদ্ধস্বর

আমাকে বিশুদ্ধ করো শুদ্ধতম চৈতন্য–সভায়
নিয়ে যাও হে মালিক, গ্লানিহীন শৈশবের স্বাদে।
যেখানে আলোকস্নানে এখনও অসংখ্য শিশু গায়
হান্কাগান আনন্দের, আত্মার বৈভবে কলনাদে
আমাকে বিছিয়ে দাও নারিকেল, শুপারির বনে,
ফালি ফালি প্রচ্ছায়ার নীলাভায় ধ্যানের বিষাদে
অশরীরী সত্তাদের পত্রঝরা পক্ষ্মবিধূননে
আমাকে জাগাও; আমি কীরূপ ঘুমের মতবাদে
মজে আছি, মনে হয় ক্লান্ত বড় বেশি আমি কি–না
ছলনার হাত হ'তে গলে গিয়ে হয়েছি এখন
বঞ্চনার হাতে ধৃত। বড় কিছু প্রত্যাশা রাখি না
এই রৌদ্রময় দেশে এরই নদ–নদীর তাণ্ডন
রোধ করা যাবে এই সম্ভাবনা যখন দেখি না
মানি না এ ভাগ্যভাল সৌভাগ্যের বিশাল প্রাঙ্গণ?

www.pathagar.com

দাও পরকাল

মহাজাগতিক এক
রশ্মি প্রপাতের সাথে যুদ্ধ ও বিগ্রহে
ঝাঁজরা হয়ে হয়ে
আলোর শলাকাবিদ্ধ চালুনির মত আমি পড়েই থাকলাম
হঠাৎ বক্ষের দিকে বাড়িয়ে দিতেই এই হাত
অক্ষত পাঞ্জায় দেখি ধরে আছি আল্লাহ্‌র চাবুক

সময়টা খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল

সপাং সপাং করে বুকে পিঠে মুখে সে চাবুক
মারতে লাগলাম, কী নিষ্ঠুর
দেহটা তো হয়ে গেল চেঙ্গিজ খাঁর পদানত এশিয়ার প্রান্তরের মতো

আর মন?
প্রাচ্যের ঐতিহাসিক মানচিত্রের মতো যেন উড়তে লাগলো
ডানা ঝটপট

লোমকূপ নিংড়ানো ফোঁটা ফোঁটা ময়লা রক্তের
বিন্দু বিন্দু
গলিত পীচের মতো স্রাব
নিঃসাড় কিডনী ফুঁড়ে আমাকে নাপাক করে করে
অষ্টাদশ শতাব্দী তক ঝরতেই লাগলো

এবং
আমার নাক-মুখ-শিশ্ন-গৃহ্যদেশ ফুঁড়ে ফুঁড়ে সশব্দে
নির্গত হলো
কৃত ও কল্পিত পাপ যেন মহা দমিত বাতাস
আমি
বিহ্বল দরবেশের মতো অসহায় অধ্যাত্মচিন্তায়
মুক্তি চাইলাম

www.pathagar.com

কিন্তু হায়- বৈরাগ্য কি কোনোদিন, কোনো কালে
স্বাধীন মানবাত্মার মুক্তি দিতে পারে?

আবার আবার
খোদার চাবুকখানা হাতে তুলতেই
হা-করে গিলতে আসছে আত্মহত্যা, নরহত্যা, সেই সাথে
আণবিক ধ্বংসের প্রলয়

এ-তো বটে বিংশ শতাব্দীর এই শেষার্ধ কাল—

অতএব
আর নয় হত্যাকান্ড
নিজের পরের কিংবা আর নয়
পাচারকর্ম পাপ ও পুণ্যের
নির্বাণে ও নৈরাত্মায় হাস্তি হারিয়ে আর
রুদ্ধ করা নয় আত্মশক্তির বিকাশ

হে প্রেম, হে শান্তি, অপরূপ সৌন্দর্যময়তা
এসো এসো
এই তবে নাও ইহকাল
বিনিময়ে দাও পরকাল।

www.pathagar.com

সন্ধি

বেহুঁশ ও বিচলিত, আমি শুধু বলতে পারলাম- না
না- না...
প্রতিধ্বনি ফিরতে লাগলো একই রূপ আর্তস্বরে- না
না- না...

মৃত্যুর ভয়াল রূপ শিয়রে দাঁড়ালো এসে যেই
উধাও শ্রবনশক্তি, দর্শনের তেজ নির্বাপিত
দুমড়ানো পেশীতে আত্মসমর্পণ, ক্লান্তি আর শীত
যন্ত্রণা ধারণে হায় অক্ষম স্নায়ু, শিরা, মেদ
নাড়ীর অচল গতি, বুক ভাঙছে প্রচণ্ড ধাক্কায়
বাকশক্তিহীন শুধু চেয়ে আছি আগন্তুক মুখে
বন্ধু বা কি বন্ধু নয়, কে সে এতো মহাশক্তিধর?

'হে প্রশান্ত আত্মা' -এই সম্বোধন করলেন তিনি,
'এসো হে প্রবেশ করো উদ্যানের সুশীতলতায়
তুষ্ট তোমার প্রভূ; তুমিও সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি
এসো এসো।' -আয়নার মতো তাঁর স্বচ্ছ করতলে
খচিত এ বার্তাটুকু দেখা মাত্র শুনি তৎক্ষণাৎ
অন্তর উন্মুক্ত করে বেজে চলছে একমাত্র বুলি
বিপরীত স্বরগ্রামে- হ্যাঁ- হ্যাঁ- হ্যাঁ...

www.pathagar.com

পরলোক

ওগো পরমায়ু তুমি কী সুখে যে ওর হাতে ধরা দাও এসে
এমন বিবস্ত্র হয়ে কী আশ্চর্য পড়ে থাকো এতো কায়ক্লেশে
সুলভ স্বৈরিণি আর এতোটা লাজুক বলে তোমাকে নাগালে পায় সে

লেলিহান বাসনায় তোমার এ গাল-মুখ লাঞ্ছিত অধর-পয়োধরে
নখের আঁচড়ে জ্বলে কামাগুন নগ্ন দেহ বেয়ে লাল লালা ঝরে পড়ে
কামোন্মত্ত জরায়ণ শয্যাশায়ী করে দেখি ঢেউ তোলে তোমার ওপরে

তোমার ননীর পাত্রে ওর সে বিলোল মুখ চুষে নেয় তরলিত প্রাণ
নাসারন্ধ্রে হিম ঝরে, পরমায়ু এ সময়ে তোমার এই যে দেহ দান
সর্বত্র মন্থনকারী মহামারী, রূপেই তো সকলের ঘটায় নির্বাণ

ফলতঃ বন্ধনহীন, বন্দী আর নয় কেউ তাল তাল বিমূঢ় খামিরে
দলাই মলাই শেষ, এই মরদেহগুলি সারি সারি দৃশ্যতঃ পামিরে
সমাহিত। বলীয়ান নয় কেউ ইন্দ্রিয়জ কামনার সঘন তিমিরে

আমি ও তো আমি-রূপে নিরিন্দ্রিয় পরলোকে আছি অশরীরে
শুধু অনুভূতিময় লোকহীন লোকান্তরে কায়াহীন ছায়াদের ভীড়ে
রোজ কিয়ামত শেষে অবিকল পুনরায় জাগরণ হলে সশরীরে

অভিশপ্ত প্রেতদের হাহাকার- হাহুতাশ পুনরায় বুলি খুঁজে পাবে
নেপথ্যের দিক-চক্রবাল হতে ওরা ও অন্যেরা দুই সারিতে দাঁড়াবে
'হাশর- হাশরে চল' তর্জনী হাঁকিয়ে কেউ যখন ওদের নিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

হে নৈঃশব্দ

নির্বাক সান্নিধ্যময় হে আমার নিয়তি শাসক
কোথায় রয়েছো সেই জিজ্ঞাসায় নও স্মিতবাক।
কোথা তুমি সাড়া দাও, বলে বলে হয়েছি অবাক,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি, পরমায়ু- একক নাশক
হে নৈঃশব্দ বলে দাও কেন তুমি এতো রুদ্ধবাক;
ফের অবচেতনায় বাকপটু ভীতি সন্ত্রাসক
মৃত্যুকালে যদি দাসচিহ্নিতকে করো হতবাক
কী হবে সত্তার দীপে জ্বেলে এই কিঞ্চিৎ পাবক?

ক্বচিত মীমাংসা রূপে ইতিহাস করেছ শ্রীমান
দৈবাৎ প্রবলকম্পে মানচিত্র বিব্রত করেছো
কখনও তোমার হাঁকে দ্বিখন্ডিত হয়েছে বিমান;
তবে এ দাসের প্রশ্নে কেন হায় মূক হয়ে আছো?
আমার গভীর পাত্রে তলানির মতো যেই জ্ঞান
সেই জ্ঞানপাত্রমূলে পাবো কি হে তোমার সন্ধান।

www.pathagar.com

নাস্তিক

ব্যর্থ নয় বস্তু– সত্য, পরাশক্তিমান কলকাঠি
নেড়েচেড়ে সৃষ্টি–লয় অনায়াস–সাধ্য বলে গণি
মহাজাগতিক দূর দিগ্বলয়ে আণবিক লাঠি
ঠুঁকে ঠুঁকে তুলি নর– দেবতার জয়–জয়ধ্বনি
তবুও নাজুক দেখে মানুষের দৈহিক গাঁথুনি
যান্ত্রিক আদমরূপ– কম্প্যুটার দৃঢ় পরিপাটি
গড়ি, ঠিক পোষমানা হরবোলা পাখির মতনই
কর্মঠ, দায়িত্বশীল, দক্ষ শ্রমিকের মতো খাঁটি।

তবে নিম্ন বাধাটুকু দূর হয়ে গেলেই তারপর
নভোচারিতার জয় ষোলআনা ফলবান হবে
সবাইকে হতে হবে বস্তুবাদে দৃঢ় তৎপর
আত্মায় ফুৎকার দিয়ে অপার্থিব তত্ত্বের ওপর
যত সব ঐশীবুলি ভাববাদের ছুঁড়ে ফেলতে হবে
বিশ্বাসীর কাবাঘরে বুলডজার হাঁকানোর পর।

www.pathagar.com

দৃপ্ত শরীয়াৎ

তোমাকে দেখেছি আমি একদিন নিরীশ্বররূপে
এখন শুধুই দেখি ভারসাম্যে আর ভরসায়।
অথচ আমাকে তুমি কি করে যে দিয়ে গেলে সায়
নাস্তিরূপে? ধক করে জ্বলে ওঠে ছাই-ভস্ম-স্তূপে
সহসা তোমার শিখা ফুঁসে উঠে আপন স্বরূপে
আমার আকশব্যাপী রূপ নিলো আদিগন্ত প্রায়।
বিশ্বাসের আকুতিও ভাষা পেলো চিরন্তনতায়;
তাবৎ হচ্ছেই দেখা প্রকাশ্য এবং চুপে চুপে।

এই যে আমার কায়া নিজ হাতে সাড়ে তিন হাত
আসলে আমার সাথে এর সত্য সমন্বয় কি
বারবার বোধ করি নেই কোন মৌলিক তফাৎ
আমার এ আঙ্গিকেই বিজ্ঞপিত নও তুমিও কি?

আমার অস্তিত্বে তাই তোমার হুকুম অচিরাৎ
জারি হলো অতঃপর হয়ে গেল দৃপ্ত শরীয়াৎ।

www.pathagar.com

আস্তিক

তোমাকেই চাওয়া ভালো তোমাকে না পাই যদি কভু
খোঁজাতেই সিদ্ধ হবে ইহলোকে আত্মপরিচয়
কাল হতে কালান্তরে নক্ষত্রের গতিপথে আর
রাত্রিশেষে পাড়ি দ্যায় যাত্রাদল যে আশায় তবু
নিখিল গন্তব্যে তারই ঘন্টা বাজে উটের গলার
চিঁ-হিঁ রবে, শেষ যামে ঐ নামে পবিত্রতাময়
অভিসার দেহ মধ্যে হয়ে ওঠে শাশ্বত প্রণয়
স্পর্শসুখে স্নায়ুতন্ত্রী রেণু রেণু হয়ে ওঠে আর-

কে বলে তোমার মাঝে বিশ্বলোক স্বয়ংক্রিয় নয়?
মূঢ় অপ্রেমিক শুধু পায় না সেই রহস্য আঁধার
রজনীর শেষ যামে যদি প্রেম উজাড় না হয়
সৌন্দর্য ও নীরবতা অশ্রুবিন্দু হয়ে বারবার
দোলে সে অতুল বক্ষে, বারবার শুধু মনে হয়
তোমাতেই যাত্রা করে লয় হবো হে সৌম্যময়।

www.pathagar.com

রুদ্ধস্বর

তোমার নির্গুণ নয় স্বগুণেই গুণান্বিত করো
অমর অম্লান করো ভঙ্গুর মাটির পাত্রখানি
পূর্ণ করো এই ভাণ্ড, অমৃত শাসনে প্রতিস্বরো
দৈহিক স্বননে পূর্তঃ তোমার আলোকময় বাণী।
গভীর মনন হতে লোকাচার, করো, দূর করো।
তোমার আনন রূপে যে ডৌল আকৃতিকে জানি
অদ্বৈত বিরোধী তাতে আমার অস্তিত্ব জড়োসড়ো
ব্যাপ্ত হয় নভোময় নিখিলের আস্যে হয় ধ্যানী
আবার প্রগাঢ় হয়ে 'সোহ্হম' ঘোষণায় গূঢ়
গভীরে তদগত হই; উত্তরাধিকারে হই জ্ঞানী
তোমার পুরুষকারে পৃথুল আমিত্ব থরোথরো
এখন সংহত হয়। এ্যামিবা ধারক কায়াখানি
ক্রমশঃ বিবর্ত করে আমাকে আমার রূপে ধরো
নিরিন্দ্রিয় রূপান্তরে আমাকে শাশ্বত করো, করো।

www.pathagar.com

গুণ বা নির্গুণ এই বিতর্কের নিরসক হয়ে
তোমার আমার মাঝে মতভেদ দূর করে দেবো
সৃষ্টিকে স্রষ্টার মাঝে বিলোপের জয়ে-পরাজয়ে
ব্যক্তিকে বিশ্বের মাঝে ক্রমশই ব্যাপ্ত করে দেবো
তোমার শক্তির কণা যখন অণুর প্রাণ হয়ে
বস্তুকে জমাট করে আমি সে প্রক্রিয়া হয়ে যাবো
নির্বাক প্রকৃতি-পুঞ্জে ক্লোরোফিলে ধ্যানযোগী হয়ে
হয়তো বীজের বুকে অঙ্কুরের ইচ্ছা হয়ে যাবো
সমস্ত জগৎ প্রায় চেয়ে রইবে ভয়ে ও বিস্ময়ে
সহসা বজ্রের ধ্বনি বুকে নিয়ে যখন দাঁড়াবো
যদিও বাতুল বলবে তাই বলে সেই ভয়ে ভয়ে
তোমার তৎসম হতে দূরে রাখি আমার তদ্ভব?
এই দীনদশা তাই আর কতো যাবো সয়ে সয়ে
দেহ ও আত্মার রণে ছিন্ন-ভিন্ন উলুখাগড়া হয়ে!

www.pathagar.com

জ্ঞানমার্গ

তোমার অনন্তলোকে আমাকে মোচন করো আর
পরশ অম্লান দিয়ে বস্তুকে কলুষহীন করো
মৃতকে জীবন দিয়ে শাশ্বত জীবনময়তার
ছন্দে, গানে, আশীর্বাদে তোমার ভুবন মেলে ধরো
যাদের অনন্ত-রাজ্যে নেই কোন বিন্দু বিধাতার
তাদের পরিধি হতে যথেচ্ছ অহং নাশ করো
তোমার আমার মধ্যবিন্দুতেই যতোসব মার
কেন তবে বারবার বলে দাও- 'পড়ো শ্লোক পড়ো।'
এটুকু জেনেছি পড়ে কখন কিভাবে প্রতিবার
সিন্ধুতে বিন্দুর রূপে মিলতে হয়- অতএব মরো;
মরেও সজ্ঞায় ফের নিজেকে ফলিত দেখি আর
দেখি তো আমিই করি যা তুমি আমার হয়ে করো
তবে কি 'তুমিই- আমি' -এইরূপ প্রপঞ্চে আবার
হাল্লাজের মতো হবো প্রেমের স্ফুলিংগ একাকার?

www.pathagar.com

পুষ্প পেশাদারের উক্তি

এই যে ভরসাটুকু আমার হৃদয়ে তুমি দিলে
মহা এক নেয়ামত যেন এই বোধটুকু প্রিয়
এইভাবে নিয়মিত যাবতীয় বেমিলে-অমিলে
আমাকে রেহাই দিয়ে গ্লানি হতে মুক্ত করে নিও
যেভাবে অদৃশ্য হতে নবীজীকে হেসে জিবরীলে
তোমার আরাম বাক্যে জাগাতেন, সেইরূপ দিও
তাঁর এই ভক্তকেও উৎসাহ ভগ্নপ্রায় দিল-এ
এবং মরণকালে সঠিক সনাক্ত করে নিও।

নইলে আমি তো ছার, মহা মহা বৃক্ষ-পাদমূল
কী-উৎপাটিত হয় সহসাই ভূকম্পন-কালে
তবু কোন্ দুঃসাহসে এই যে ফোঁটাতে চাই ফুল
গাছে গাছে- জন্ম নিয়ে ঈসাব্দের বিয়াল্লিশ সালে
অবশ্য এ সৌখিনতা হতে পারতো গোড়াতেই ভুল-
যদিনা ফুলের পেশা নিয়ে হতো এতো হুলস্থূল।

www.pathagar.com

সসীম সংলাপ

আমাকে মেহেরবান, তোমার আনন্দ দাও প্রভু
হিমাঙ্গে উত্তাপ দাও, যখন শীতল হয় দেহ
যখন অন্তরজ্বালা পুড়িয়ে জমাট করে লোহ
আমাকে সে ক্ষমাহীন দুঃসময়ে তোমার সস্নেহ
শীতল চন্দনে মাখা রূপখানি দেখিয়ে প্রত্যহ
খানিক দাঁড়াতে দাও। অতঃপর বলে দিও প্রভু

কোথায় অনলকুণ্ডে কিভাবে আমার মরদেহ
ইব্রাহীম-রূপে ফের জলাঞ্জলি দিতে হবে, তবু
কখনও একত্ববাদে কোনরূপ মিথ্যা সন্দেহ
জাগিয়ে করো না এই অধমকে বুদ্ধিহীন গোবু।

অথবা এ অহংকেই অবতার রূপে কেহ কেহ
ভেবে হোক অভিশপ্ত- চাই না এ পরিণতি কভু
তোমার ক্ষমায় শুধু জীবন ধারক এই গেহ
সফল মৃত্যুর মাঝে যেন হয় অমর বিদেহ।

www.pathagar.com

দাসতন্ত্র

হলো না কিছুই বলা, যদিও আকুতিগুলি ঠিকই
প্রবিষ্ট বুকের মাঝে অজস্র গোপন শিহরণে
সহসা মরণ এসে যখন দাঁড়ায় মুখোমুখী
এই যে হলো না বলা- এই ঘোরে সেই সন্ধিক্ষণে
আবার জীবন চাই, এইরূপ অবিরাম ঝুঁকি
নিয়ে তো চলেছি বেশ- এমন দ্বি-মুখী আচরণে
ভাবতেও পারেন কেউ- ইনি তবে বাস্তবিক সুখী
পাল্টা তহমতে তাই শান্তি ফিরে পাই মনে মনে।

এভাবেই মজে গিয়ে একরূপ আত্মমিথুনেই
ইচ্ছার স্বাধীন মার্গে আমাকে ফিরতে দিয়ে বেশ
কিভাবে ফলাও দেখি কুদরতের ইতর বিশেষ
কেননা আমার মাঝে বিধর্মের কিছু আর নেই
প্রকৃতি পূজার তন্ত্র, লেশ মাত্র নেই অবশেষ
চাই তাই দাসতন্ত্রে চাই চাই- মুক্তি শেষমেশ।

www.pathagar.com

পূজা

সমস্ত দিনের শেষে তোমাকে একান্ত করে দিতে
আমার এ আরাধনা পাড়ি দেয় মৌন মহাকালে
কখন কিভাবে এই মোনাজাত হিতে বিপরীতে
প্রলয়-প্রহারে হয় ছিন্নভিন্ন দিক-চক্রাবালে
হয় সে নগন্য রূপ বুদ্বুদের বিম্বিত কপালে
অলীক আলোক মাত্র। বুঝি না তো কী সেই রীতিতে
আমার তর্পণ রাশি ঠাঁই পাবে তোমার সম্বিতে
বিন্দুবৎ, দুলবে তা অনন্তের তরঙ্গের তালে।

এই রূপ প্রাপ্তি-সাধ খঞ্জের পর্বত আরোহন
অসম্ভব কল্পনার রাশহীন গুঞ্জরণ শুধু
নেশারূপ এই পূজা মনে হয় আপাত মোহন
ততোক্ষণ, যতোক্ষণ আপন খুদীর মহা মধু
এই অর্চনার মাঝে তোমার গুণের সম্মোহন
দেখে ও সস্বাদু স্বরে বলে- 'আছি আছি সারাক্ষণ।'

www.pathagar.com

আলোকবর্ত্ম

নিঃশব্দে নিশীথে আমি চিত্রার্পিত সামনে তোমার
হে আলো হে আলো খোলো জ্যোতির্ময় দরোজা এখনি!
গুটিগুটি চরণের এই আসা– দুঃসহ আমার।
বাজায় হৃদয়ালোকে তোমার নামের খঞ্জনি
অস্থির বাউল এক, 'আমি সত্য' এই কথা তার
আমাকে এনেছে দ্যাখো, কোনখানে; জিকিরের ধ্বনি
আস্বাদন করে করে হয়ে গেছি মুগ্ধ গীতিকার;
তাই তো চয়ন করি গীতিপুষ্প বদ্ধ ব্যালকনি
মাতিয়ে সারাক্ষণ। বারম্বার নিজেই আমার
সুরের নিগুঢ়ে বন্দী হয়ে দেখি সুরেলা তরণী
নিমজ্জিত হয় এক সীমাহীন চির নির্বিকার
নৈঃশব্দ– বেলায় আর ধাঁধাঁ লাগে সহসা তখনি;

বলি তাই হে আলোক, আলোর ওপরে আলো যার
অবাক নিশীথে খোলো তোমার দরোজা এইবার।

www.pathagar.com

সহজিয়া

পুষ্পটি মোচন করো যদি পারো, চোখের সম্মুখে
বৃন্তটি সহজ করো, শাখাটি দুলিয়ে দাও নিচে
এই বৃক্ষবীজটিকে পুঁতে দাও এ বান্দার বুকে
জ্ঞানফল তুলে দাও ওষ্ঠের সোনালী পিরিচে
ছায়াপথ হতে এই কায়াময় পথ অভিমুখে
নেমে আসো, কেননা কর্তিত হচ্ছি ধাতব কিরীচে
প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ আন্দোলিত অসুখে-বিসুখে
এবং সময় চলে আমাদের ঐহিক গ্রীনিচে
যেহেতু আমরা আছি এরই সাথে খাপ খেয়ে, ঝুঁকে
আমাদের বুক ঠুকে তাই কিছু বলাটাই মিছে
ললাটের বলিরেখা ধরেই জীবন যায় চুকে
অন্ধকার আমাদের সচল আলোর পিছে পিছে
ধেয়ে আসে, অতএব দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ এই ভগ্ন বুকে
দাঁড়াও দাঁড়াও এসে হে আলোক আমার সম্মুখে।

www.pathagar.com

ঘরামি

বহুদিন নীলাম্বরে দুই চোখ পেতে আছি আমি
বহুদিন ধরে এই সূর্যোদয়ে- সূর্যাস্তগমনে
কী রূপ অভ্যস্ত হয়ে আরক্ত আবেগ নিয়ে আমি
গুণছি দিন, বিরক্তি ও অসহায় উৎকট বমনে
নিঃস্বপ্রায়, ডাকি তাই ক্লান্তস্বরে হে অন্তর্যামী
তোমাকেই, ডুব দিয়ে আত্মময় নেপথ্য ভ্রমণে-
নক্ষত্রেরা যে সময় ছায়াপথে দিগ্বলয়গামী
অনন্ত আলোকবর্ষ পার হয়ে যে- সন্ধিক্ষণে
ফোঁটে প্রিয় পুষ্পরূপে মহাকাশে, সেই রূপ আমি
ফুটতে চাই, ফিরে গিয়ে অশ্রুঝরা ধূলির অঙ্গণে
চিত্ররূপময় এক সহৃদয় উদার ভূস্বামী
হতে চাই- কখন এ জনপদে কোন সে কুক্ষণে
জন্মেছি, তাবৎকাল আমাকেই টুঁড়ি কেন আমি
সেকেলে আদম এক অবিকল সেকেলে ঘরামি!

www.pathagar.com

নাজাত

শান্তির সানন্দলোকে আমি যে এখন সমাদৃত
চারপাশে পত্রপুট সবুজ বর্ণের অভাবিত
আমাকে দিয়েছে ডাক। ফাঁকে ফাঁকে গল্‌ছে বাতাস
যেই না দাঁড়াই একা, দেখি আমি ঐশী প্রভাবিত–
আমার নাড়ীতে বাজে 'মারহাবা' ও 'সাবাস–সাবাস'
ধ্বনি বাজে অবিরাম। উর্ধ্বে চাওয়া মাত্রই ব্যস;
মাশাআল্লাহ্! দেখি সেলফ্– প্লোটেট দিগন্তে খচিত;
মহা– এক–সুপুরুষ, এই আমি যেন কারুকৃত
সোনালী মেঘের পিঠে আসোয়ার ইনসান–খাস্–
মধ্য কয়েদের এই বাঙালী–তনয় অপসৃত
মধ্যম–বয়স আর মধ্যম–বিত্তের বারমাস
ঘানিটানা আর নয়–এ–মুহূর্তে হয়েছি খালাস
পার্থিব মামলাময় আসামীর কাঠগড়া–স্থিত
দশা হতে– সর্বত্রই 'নাজাত–নাজাত' উচ্চারিত।

www.pathagar.com

ঐক্যতান্ত্রিক

একটি জটিল কথা অনুচ্চার ভেবে রাখলাম
একটি নিটোল মুখ ত্রিনয়নে খচিত রেখেছি
একটি মিনতি নিয়ে মহাবোধে যুক্ত থাকলাম
একটি গোপন সুখ ব্যঞ্জনায় পাপী হয়ে গেছি
একটি শংকা থেকে নিরাপদ হতে চাইলাম
একটি কবর থেকে ল্যাজারস হয়ে তো গিয়েছি
একটি জীবনযুদ্ধে পরাজয়ে খণ্ডিত হলাম
একটি প্রত্যাশা নিয়ে বিজয়ের, তবু দাঁড়িয়েছি
একটি শৃঙ্খলভারে অবনত চিহ্নিত গোলাম
একটি মুক্তির লগ্ন খুঁজে তবু হাজির হয়েছি
একটি সানন্দ প্রেমব্রতে আমি দীক্ষিত হলাম
একটি সত্যের জন্য শুধু আজ দ্বিজন্ম নিয়েছি
একটি কল্যাণব্রত নিয়ে আমি চাইনি বিরাম
একটি পরম চরিতার্থতায় চাই পরিণাম।

www.pathagar.com

মীমাংসা

'আল্লাহ আসমান ও জমিনের আলো
একটি উজ্জ্বল পাত্রে যেন প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ
কাঁচে ঘেরা পাত্রটি পাত্র নয়
বরং জ্যোতির্ময় জ্যোতিষ্ক সদৃশ...
পূর্ব কিংবা পশ্চিম কোন প্রান্তের দিকেই নয় এর অবস্থান
আলোক অথচ এতে নেই আগুন
শুধু আলোর ওপরে শুধু আলো।'

—আল কুরআন

পরাসুখ নির্গলিত এই যে উপমাময় শ্লোকটি পড়লাম
এতে যে রয়েছে স্বাদ, শান্তির, ব্যাপ্তির অন্তহীন রূপ
আজকে সহসা ভোরে আস্বাদন তাই করলাম
এর কিছু সত্যায়িত রূপ

এখন তো হচ্ছে জাগরণ
এখন তো নেই আর অভিশপ্ত রাত্রিটির রেত
এখন বিগত সব রেস্তোঁরা ও বলরুমের প্রেত
আর বস্ত্র হরণ
এখন ওষ্ঠের মাঝে অক্ষম হয়েছে মধুকূপ
এবং সম্ভোগ
এখন মুক্তির লগ্ন, শাশ্বতের সাথে এই ভোরে
হার্দ যোগাযোগ

সুরাশূন্য পাত্রটির তলানি নাভীর নিচে ভরে
আকাশ উপুড় করা ধিক্কার মরদেহে ধরে
এখন লুটিয়ে দিতে নিজেকে কাহিল শয্যায়
গভীর লজ্জায়
চাইবে না আর কোন ইন্দ্রজিৎ তেজস্বী পুরুষ
বীতভোগ

www.pathagar.com

কেননা এখন হচ্ছে অপার শক্তির সূত্রে
প্রবল নির্মল যোগাযোগ

এই রূপ
কল্যাণীয় যদি হয় পৃথিবীর সকল প্রয়োগ
নিশীতে বিভ্রান্ত সব সন্তানের শিয়রে এই রূপ
যদি জেগে বসে থাকে কালাতীত মাতৃ যোগাযোগ
অপরূপ
ফতুর লড়াই শেষে পেশাদার সৈনিকের চোখ
প্রৌঢ়া মায়ের কাছে যদি ফিরে পায় শিশুরূপ
তাহলে কেবল সন্ধি- অশোক, অশোক
যুদ্ধ-নয় যুদ্ধ-নয় রূপ
প্রস্তাবিত যদি হয়, হোক
এবং এ ঐশী যোগাযোগ
শেষহীন বিরোধেও খুলে দেয় মীমাংসার রূপ

আর এই উপভোগ

জয়যুক্ত হোক

জয়যুক্ত হোক।

www.pathagar.com

তথাস্তু

তবে
এই কথা হোক
অসহায় অন্তরের অশান্তি ও শোক
স্থায়ী নয়

যদিও জয় ও পরাজয়
অনশন, উপপ্লব, ক্ষয়
মিথ্যে নয়
তবুও নিশ্চিত জয়
মানবাত্মার, আর

অভিশাপে
ফতুর বিলাপে
সর্ব নিম্নচাপে
উচ্চারিত পূণ্যশ্লোক
পাপে
আনে চিরালোক

আজ তবে
পূণ্যাহ হোক
আমাদের সকলের কার্যকলাপে।

www.pathagar.com

কথা

তোমার কাছে বলার মতো কী আছে আর কথা
সেই কথাই বলতে যদি চাই
তুমি আমায় দিয়েছিলে যে মূল দ্বান্দ্বিকতা
বৃথা নয় তা, কিংবা অযথাই।
কেননা আমি ইতিহাসের চাকার মত ঘুরে
কালান্তর অতিক্রম শেষে
তোমার আসা যাওয়ার পথে মেঘে ও রোদ্দুরে
নিজেকে পেশ করিনি কায়ক্লেশে।
শুধু আমার মনোবাগান বসন্ত ও শীতে
তোমার ছবি ফুটিয়ে নিয়ে জাগে
চোখের কোনে ক্ষণে ক্ষণেই যেন আচম্বিতে
শেষ দেখার মোহন মায়া লাগে।
এখন আছে স্বপ্ন আর স্মৃতির সরোবরে
একটি-দু'টি স্বচ্ছ ফুল ফোঁটা
গভীর রাতে হঠাৎ জেগে কখনো ঘুম ঘোরে
মাঝে মাঝেই সহসা জেগে ওঠা।
এখন তবে পারাপারের সর্বশেষ পালা
তারপরেই ক্ষান্ত মজলিশ
সয়েছি যত বেদনাভার দুঃখ আর জ্বালা
কণ্ঠে তারই জমাট নীল বিষ।
তোমার কাছে বলার মত এই তো শেষ কথা
আর তো কিছু বলার মত নাই
আমার প্রাণে তোমাকে নিয়ে আছে যে ব্যাকুলতা
সংক্রমিত করেই যেতে চাই।
এখন চাই দেবার মত পাত্র একখানি
শুভ্র চীনা মৃত্তিকায় গড়া
শতেক ফুল ফোটার মত টব ও ফুলদানি
শতেক বীজ ফুটবে শতকরা।
তবেই পারি যেতে আমি অচেনা পরবাসে
তোমার ডাক শুনেই ওগো রথী
নিখিল পথে তোমার রথে মৌন উচ্ছ্বাসে
পাড়ি দিলাম- কী-ইবা ক্ষয়-ক্ষতি!

www.pathagar.com

অঙ্কুরায়ন

এমন আগ্রাসী তবু শ্যামকান্ত সুহৃদের রূপ
দ্যুতিময় ক্লোরোফিল নিকানো নিবিড় ডালপালায়
আমার চোখের সামনে শোভাময় প্রশান্তি দোলায়
নিশ্চিত কল্যাণব্রতে উদ্ভিদের যে আত্মস্থ রূপ

যেন মহা য়ুনিফর্মে চিরায়ত সবুজের স্তূপ
ভূ-মন্ডল পরিবৃত বিশাল বুনটে শৃঙ্খলায়
নরম কোষের মহা প্রাণবন্ত হরিৎ র‍্যাপার
কী রকম কান্তিময় মনে হয় আশ্চর্য ব্যাপার

সারা দিনমান সৌর তেজস্ক্রিয়া যখন গলায়
দূষিত অঙ্গার করে পরিশ্রুত অম্লজান আর
এই নিত্য কর্মকান্ড চালনায় যখন উদ্ভিদ
কাঁপায় শিশির ভেজা পল্লব শাখা ও ফলভার
কী অনিন্দ্য মনে হয় শিল্পময় এই সে বিস্তার

জ্যান্ত হয় জনপদ, অরণ্যের শ্বাসাঘাতে নিদ
টুটিয়ে ফোঁটায় সে যে বর্ণাঢ্য ছবি রং বেরং
লীলাময় দৃশ্যরূপে শান্তভাবে ঝিকানো উদ্ভিদ
প্রকৃতির খেয়ালই এ জীবনে পরিপূর্ণতার
আপাদমস্তকে মাখে পয়মন্ত সবুজের রং
সুরঞ্জিত এই রূপ পাতা ও বাকলে জ্বলে তার
কী শিল্পিত মনে হয় কান্তিময় ভেষজ বিস্তার

শান্ত ও সবুজ তন্তু গাঁথা হে শ্রীমান বনভূমি
আপন ইচ্ছার বীজে যে অঙ্কুর গজাও এন্ডার
একই পাদপাত্মারূপে পল্লবিত হয়েছো কি তুমি
অসংখ্য বৃক্ষের আর লতা ও গুল্মের বনায়নে?
পার্থিব এ গন্ডিতেই লুপ্ত নয় তোমার সত্তার

www.pathagar.com

বাহ্যরূপ, জানি জানি তোমার রহস্য সুগভীর
বেশ কিছু বৃক্ষমূল ভিন্ন এক মহা মধুবনে
অম্লান অনিন্দ্যরূপে হয়তো বা অন্যলোক জুড়ে

পুষ্প পারিজাত গুচ্ছ নিশ্চিত ফৌটায় বেশুমার
পোকা ও মাকড়হীন, জ্বরামৃত্যুহীন সেই পুরে
মিথ্যা নয় ধ্যানযুক্ত এই সত্য চিত্র উপমার
কেননা এ বৈরীবিশ্বে ছড়ায় যে ফূর্তি সুনিবিড়
এতেই নিরোগ হয় চক্ষুদ্বয় শীতল চন্দনে
রেটিনায় ফুটে ওঠে প্রতিবিম্ব শাশ্বত ছবির
আতুর ব্যাধির কোপে রুষ্ট এই যুগ-সন্ধিক্ষণে
নিজের অজান্তে তাই বৃক্ষ হই ধীমান নিবিড়।

অবশ্য অতীতে বহু আগাছা-গোষ্ঠীকে বিনাশের
খেয়ালি কুঠারে হায় ছিন্ন ভিন্ন করেছি তখন
শিশু দ্রুম মুন্ডুহীন করেছি কতই শৈশবে
কাঠুরিয়াদের সাথে তুলেছি জিগির শ্রী-নাশের

আজ আমি বৃক্ষ মাঝে হতে চাই বৃক্ষই যখন
আমার সৃষ্টির সাধ গুচ্ছ বাঁধে উজ্জ্বল বৈভবে
চাই এই বনচ্ছায়া; ফুল-ফল এই সুস্বাদের
ভিটা-মাটি জুড়ে হোক তিল তিল শ্রী-অঙ্কুরায়ন
আমার অন্তর এই নবাঙ্কুর প্রতীকী সৌরভে
হয়েছে উজ্জ্বল আর কান্তিমান স্নেহ পরায়ন।

www.pathagar.com

ভাববাদী স্তোত্র

(আল্লামা ইকবালের আত্মা জ্যোতির্ময় হোক)

হে ভাববাদী মূল দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব
এতকাল যত কিছুই ভাস্য হোক না
আছে আমাদের তোমাতে যেটুকু স্বত্ত্ব
পুনরায় তার কিছু ব্যাখ্যান হোক না

এই এতকালে ফতুর হয়েছি আমরা
প্রাচ্যের এই প্রাজ্ঞ বারান্দাতেই
দাসচিহ্নিত হয়েছে গায়ের চামড়া
মূলধন খোয়া গিয়েছে নিজের হাতেই

তাই অসহায় অচল জীবন ছন্দে
বন্দীদশায় হয়েছি আমূল রিক্ত
শুধুই গুণেছি কপালের ভালো-মন্দে
গঙ্গা-ফোরাত কতটা অশ্রুসিক্ত

ভাঙা দেউলের দৈব দেয়াল ঘেরা এই
জনপদগুলো হয়নি জীবন-চঞ্চল
ভাগ্য হয়নি বাধা কর্মের সাথেই
বোবা পল্লীরা হয়নি হাস্য-উচ্ছল

ধূসর বর্ণ বিষাদের অনুশাসনেই
প্রাচীন পামিরে পেটানো হয়েছে ঘন্টা
রাজা-বাদশার উত্থানে আর পতনেই
ধড় ছিঁড়ে বেশ দিয়েছি নিজের জানটা

www.pathagar.com

হঠাৎ চমকে আদিম জীবন চর্যা
গতির ধমকে দেখল নতুন দৃশ্য
হাফ-আখড়ায়ে সমিল খেউড় ও তর্জা
সহসাই হল আমিল ও অস্পৃশ্য

ফিরেই নতুন গণজীবনের তত্ত্বে
হলাম প্রবল ভাবাবেগে সম্পৃক্ত
কিন্তু এসব আপাত অর্ধ সত্যে
আকুল চাউনি হয় ফের মহাতিক্ত

পরমাণুবাহী ধ্বংস-দেবতা বৃন্দ
করেছে জীবন-বাসনাকে উদ্ভ্রান্ত
নিপুণ শোষক সাধুবেশে অনিন্দ
যা- দেখে আবার হয়েছি হতাশাক্রান্ত

ফাঁপা মানুষের মতই বসে ও দাঁড়িয়ে
নিষ্ফল খুঁজি বিধান ণত্ব-ষত্ব
ক্ষুধা ও জ্বরার সমস্যাকেও ছাড়িয়ে
চাই বাঁচবার মূল দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব

তাই শাশ্বত মিনারের মত পুনরায়
জাগুক একক একহারা মূল প্রেরণা
চাই, চাই আজ শত তত্ত্বের ধারণায়
মূল সত্যের দ্বান্দ্বিক পদচারণা

অতএব ওহে প্রাণপণ চলা পন্থী
কানে কানে দাও নতুন বার্তা রটিয়ে
ঈষৎ দৃপ্ত চোখের কোমল তন্ত্রী
ঝিকাও সবুজ লগ্নের কাল ঘটিয়ে

www.pathagar.com

তোমাদের চোখে যে- সনদ কারুকৃত হে
হৃদয়ের মাঝে যে- অপরূপের নেশা
বক্ষ সমীপে যে- সুধাভান্ড ধৃত হে
তার জন্যে কী প্রচন্ড অন্বেষা

মৃত করোটি ও হিম হাড়গুলি খসিয়ে
জীবনের দুখে ভাগ নাও সম ব্যথীরা
দেহ ও প্রাণের রন্ধ্র ও রগ রসিয়ে
জাগাও পিয়াস অমৃতের, প্রিয় সাথীরা

অযুত কণ্ঠে এই কথা শুধু বলা হয়
আবে কাওসার ছাড়া মরণেও সুখ নেই
অমর্তলোক হতে ভেসে আসে বরাভয়
যে- শুনল তার জন্যে কোনই ভয় নেই

আজকে যদিও বন্দী দশাই বাস্তব
মানুষ মুক্ত আগামীকল্য- পটেই
সূচিত হয়েছে মানবাত্মার এই স্তব
আশা-নিরাশার অপরূপ সংকটেই

অতএব চাই প্রতি প্রহরের যত সব
রহস্যাবৃতি নয়নে ফলিত হোক হে
এস এস দিকে ক্লিষ্ট ও আশাহত সব
ভক্তি ও প্রেমে তুমুল নৃত্য হোক হে

www.pathagar.com

সামগীত দুঃসময়ের

"Surely some revealation is at hand
Surely the second coming is at hand...
And what rough beast its hour comes round
at last,
Slouches toward Bethlehem to be born?"
— W.B. Yeats

একদিন পৃথিবীতে প্রেম বাণীরূপ নিয়েছিল
পরদিন শুনি তার ক্রুশকাঠে হল অভিষেক
এবং স্বর্গীয় প্রেমে ধারালো পেরেক ঠুঁকে ঠুঁকে
ক্রুর চোখে ঘৃণ্য সাপ নাকি সেই দৃশ্য দেখেছিল
যদিও নেপথ্যলোকে লুক্কায়িত মহান আশেক
দু'চোখ নিবদ্ধ করে রাখলেন পাপাত্মার বুকে

পাষাণে রয়েছে গাঁথা বেথেলহেমের সুপ্রাচীন
এই বার্তা, এসো যাই বীতলগ্নে সে কাহিনী শুনি
জর্ডন নদীর তীরে এসো গিয়ে নবীন প্রবীণ
জড়ো হই; কেননা সে পাপত্মাও তুলেছে সঙ্গীন
দুষ্ট গ্রহে, হয়তো বা ইয়াহূদার সেই সে কাহিনী
এই গ্রহটিকে পুনঃজয়োল্লাসে করবে রঙীন

এই সে নগর দ্বারে সু-প্রভাতে একদা কুমারী
দাঁড়ালেন ম্লান মুখে অন্তঃসত্তা বিহ্বল গম্ভীর
পলাতকা, মুহূর্মুহু, জিব্রীলের পক্ষসঞ্চালনে
সচকিতা, সলোমন-মন্দিরের সন্ন্যাসিনী নারী
নির্দিষ্ট খেজুর কুঞ্জে পাতলেন বিপন্ন শরীর
কষ্টে ও কূজনে চোখ গাঁথলেন সুনীল গগনে

www.pathagar.com

গগন উপুড় হল উৎকণ্ঠিত সেই কৃশাননে
উন্মোচিত হল তাতে অপার্থিব দৃশ্য অভিনব
মুক্ত হলে ত্রিকালের রুদ্ধ বাট, পবিত্র জননী
দেখলেন প্রিয়পুত্র আন্দোলিত প্রোজ্জ্বল কুশনে
আর তাঁর অগ্নিবাণে দগ্ধ হয়ে মানে পরাভব
যন্ত্রযুগ, মন্ত্রসহ মদমত্ত দাজ্জাল বাহিনী

মুক্তি চায় তাই বুঝি কীটের দংশন হতে আজ
ভক্তের বুকের রক্ত গোলাপের পাঁপড়ির সুরভি
ফুটতে চায় প্রেমময় অস্ফুট সে আকাঙ্খার কলি
কুঞ্জবন বুকে নিয়ে বেথেলহেমের অধিরাজ
বেঁচে আছি চোখে নিয়ে আসন্ন সে রুদ্র ছায়াছবি
শুনতে পাবে হয়তবা প্রেমিকের সংশয়িত বুলি

দুর্লভ ফুলের বৃক্ষ রিক্ত করে ফুল ফুটল কিনা
কোকিলের অজানা তা, প্রাত্যহিক অসভ্য ঠোঁটের
খোঁচা খেয়ে পলাতক কুহু স্বরে না বাজিয়ে বীণা
দংশনে কী মর্মজ্বালা প্রতিদিন অজস্র কীটের
তাইত কোকিল হয়ে ফুল্লস্বর ফোটাতে পারি না
বসন্ত কখন গত বৃক্ষ হয়ে পাই না তা টের

ক্রুশের সাম্রাজ্য শুধু লুটেপুটে সর্বস্ব নিয়েছে
বিভ্রান্ত মেষের সারি অতঃপর এসে কাছাকাছি
নিষ্ফলা ও তৃণহীন এশিয়ার বন্দনা গেয়েছে
জানি না জানি না তবু যুথবদ্ধ কিভাবে হয়েছি
অসৎ রাখাল দল যখন সহজে বিকায়েছে
দাজ্জাল প্রভুর পায়ে জননী সদৃশ এই প্রাচী

এই রাত্রি তুলে নাও যেই রাত্রি ঘাতকের মত
উদ্যত করেছে বুকে মহাকাশব্যাপী এক থাবা
পিশাচেরা দলে দলে হানা দিয়ে করেছে বিব্রত

www.pathagar.com

সভ্যতা ও মানবতা, মানুষে পিশাচে এই সভা
ভেদশূন্য, হয়ে গেছে একাকার ফিংসের মত
সুরে ও অসুরে মিল, অজড়েও জড় সম্ভবা

অন্তহীন শূন্যতলে পরিব্যাপ্ত নিত্যকাল নাকি
ধরে আছে সর্বভূত আত্মযোগে অম্লান ছবির
বিশ্বলোক, এলি লামা সাবাকতানি'র রবে দেখি,
শামের-হামের রক্তে কল্লোলিত ফোরাতের তীর
ক্রুশচিহ্নে কেউ নেই, ইয়াসরেবের কুঞ্জে নেই সাকি
মূসা নেই শৈলতূরে, দাউদের কণ্ঠস্বর থির

কে হায় রুখতে পারে বল তবে শতাব্দীর থাবা
ইন্দোচীন হতে দূর মধ্যপ্রাচ্যব্যাপী যে-পতাকা
শোণিতে হয়েছে লাল-পান্টাপথে এ কার কারাভাঁ
নুড়ি-পথ ধরে চলে স্থির লক্ষ্যে দ্রুত আঁকাবাঁকা
নিষ্পাপ বেথেলহেমে, ধ্রুব এক নক্ষত্রের আভা
অবিরাম আলো দ্যায়, ছায়া দ্যায় জলপায়ের শাখা

ঘন্টারোলে আলোড়িত পশ্চিমের তূরীয় আঙিনা
যে শান্তির প্রচারক, পূর্বদেশ তারি কুশাসনে
নতশির, অতএব ক্রুশচিহ্নে আলোক মাঙিনা
যে বন্দনা গাওয়া হয় থরে থরে সাজানো আসনে
যুক্ত নয় তার সাথে এশিয়ার অসুখী আঙিনা
এবং ভক্তেরা গায় মন্ত্রগীত যাদের শাসনে

তাদের ললিত বাক্যে হে বিপ্লব তুমি আসবে না
আসবে না অতঃপর ক্রুশকাঠে সংহারিত হতে
সহিংস তোমাকে দেখে, শুনে কেউ আর হাসবে না
ক্রোধের স্ফুলিংগ কণা ফেটে পড়বে উর্ধ্বলোক হতে
দূরাত্মার কৃপাদৃষ্টি মাঝে আর কেউ ত্রাসবে না
বিনষ্ট হবে না কেউ অপচয়ে বৈনাশিক স্রোতে

www.pathagar.com

ঈশ্বর-নন্দন বলে যুক্তিহীন ভ্রান্ত ধারণায়
আরেকটি ক্রুশের কাঠে চড়াব না দেবতাকে শূলে
তাই প্রাচ্যপথ ধরে এ কাফেলা তোমার ডেরায়
দেখবে গিয়ে বিধাতার মহাক্রোধ প্রেমের বদলে
আমরা যাতে আগ্রহী ও বিশ্বাসী ও সমর্পিত প্রায়
তোমার সন্ধান পাব আবির্ভাবে মত্ত ডামাডোলে

আবির্ভাবে সুদর্শন, তোমার ঝাঁকড়া চুল থেকে
ঝিকিয়ে ঝিকিয়ে প্রেম কণাগুলো রূপালী ধারায়
বিন্দু বিন্দু হয়ে জ্বলবে, কেনানের প্রস্তর ফলকে
আলোকিত মহাবাহু বজ্রসহ ঝাঁপিয়ে পড়ায়
দারুণ আগ্নেয় বাণ ধাবমান নাসারন্ধ্র থেকে
অকল্যাণ ভস্ম হবে তৎক্ষণাৎ রুদ্র মহড়ায়

সম্মোহে আকাশ পানে বিধাতার সিংহাসন তলে
এতদিন আত্মাহীন ক্রুর সাপ তুলেছে যে ফণা
আকাশের স্তম্ভ ফুঁড়ে সত্যযুগ বিঘোষিত হলে
লুপ্ত হবে দাজ্জালের শতবিধ আত্মপ্রতারণা
তাবৎ ক্রুশের কাঠি একাকার করে তার স্থলে
পূত সংবিধানে বাঁধবে মানুষের স্বর্গীয় প্রেরণা

সেই দিন বিশ্বপাপে মুহ্যমান না হয়ে বরং
মুক্তপাপ পৃথিবীর বন্দনায় জয়ধ্বনি হবে
সেই দিন নিরাশ্বাসে বুক চেপে নিরীহ সুজন
গাঁথবে না মৌনদৃষ্টি নিরুত্তর ধূমায়িত নভে
সেই দিন স্মিতলগ্নে বিশ্ববাসীর গৃহের প্রাঙ্গণ
দৃপ্ত বিশ্বচরাচরে পুনরায় গুঞ্জরিত হবে

www.pathagar.com

লুপ্ত হবে মিথ্যাচার জনপদে সবুজ মুল্লুকে
সহাস্যে মিটানো হবে সভ্যতার ব্যয়ভার-দেনা
প্রগাঢ় বিবেক বোধে মানবতা আনন্দিতলোকে
মুক্তি পাবে সমষ্টিতে, অতঃপর উচ্চনীচমনা
ব্যক্তিগত বক্রপথে ব্যষ্টি পথ হারাবে না ধুঁকে
অস্ফুট গোলাপ কুঞ্জে কাঁটা আর গায়ে বিঁধবে না

সারি সারি নেমে যাব সমতলে শ্যামস্বপ্নভূক
নিরীহ মেষের যূথ মুখে জপে মুক্তি আলোচনা
তোমার কল্যাণ স্পর্শে দূর হবে সমস্ত অসুখ
আগামীকালের পটে স্বপ্ন দেখি এই সম্ভাবনা
দেখি যেন বাস্তবিক মুক্ত পাপ, মুক্ত চোখমুখ
এই গাঁথা সঙ্গীতের প্রতি ছত্রে তারই প্রস্তাবনা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য পরিষদ